ছুটির দিনে

রবিবারে অন্যদিনের তুলনায় একটু বেলা করেই ঘুম ভাঙে সুমনার। লাইব্রেরী যাবার তাড়া নেই, প্রফেসার বাকম্যানের সঙ্গে কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে না যার জন্যে ভোর রাত্রে উঠে (কখনও বা রাত জেগে) কাগজপত্র গুছিয়ে রাখবে।

রবিবারের কাজগুলো নেহাৎই ব্যক্তিগত। বাজারহাট, লণ্ড্রি, হেয়ার-ড্রেসার, কিংবা কখনো হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা - থিয়েটার - কনসার্টে যাওয়ার প্রোগ্রাম। আজ আর শেষোক্ত কোন প্রোগ্রাম নেই। নিছক সাদামাটা ক'টা কাজ সারতে বেরোচ্ছিল সুমনা।

তিন তলার অ্যাটিক থেকে নেমে দোতলা পার হয়ে ল্যান্ডিং-এ এসে থমকে থেমে গেল। ওর মুখ থেকে অর্ধস্ফুট স্বগতোক্তি বেরিয়ে এলো, "যাঃ।"

একতলায় ডাইনিংরুমের দরজায় ল্যাণ্ডলেডী হেনরিয়েটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে একমুখ হাসি নিয়ে। সুমনা জানে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই হেনরিয়েটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে উপর পানে চেয়ে। না, ঠিক সুমনার প্রতীক্ষাতেই নয়। সুমনা ছাড়া আরও দু'জন ভাড়াটিয়া আছে হেনরিয়েটার। ট্রিনিডাডের ঝাঁকড়া-চুল রগুড়ে ছেলে ওয়ালকট আর একটি মিষ্টি ডেনিশ মেয়ে ইনগ্রিড। এই তিনজনের মধ্যে যে-ই এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামবে, হেনরিয়েটা তাকে সাদরে ঘরে নিয়ে গিয়ে এগ্-নগ্ আর জিঞ্জার কেক খাওয়াবে কোনও ওজর আপত্তি না শুনে। হেনরিয়েটা ল্যাণ্ডলেডী হিসেবে প্রায় নিখুঁত, ওর ঘরের ভাড়াও এ অঞ্চলে অন্যান্য অনুরূপ ঘরের তুলনায় কম। শুধু এই বাড়াবাড়ি রকমের "অতিথিপরায়ণতাই" মাঝে মাঝে বেশ সমস্যাজনক মনে হয় তার ভাড়াটেদের। তারা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিঃশব্দে সতর্কভাবে নামে যাতে হেনরিয়েটার চোখ-কান বাঁচিয়ে টুক করে কোনরকমে দরজার বাইরে চলে যেতে পারে। সিঁড়ি থেকে সদর দরজার দূরত্ব বড় জোর তিন ফুট। তবু হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় কেউ না কেউ। তবে একজনকে পাকড়াতে পারলে হেনরিয়েটা আর গা করে না। বাকি দু'জন নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যায় সেদিনকার মত।

এগ-নগ বা জিঞ্জার কেক কোনটাই পছন্দের জিনিস নয় সুমনার। এ ছাড়া কাজে যাবার মুখে আটকা পড়তে কারই বা ভাল লাগে। তবু সুমনা তার ল্যাণ্ডলেডীর উপর বিরূপ হতে পারে না। হেনরিয়েটা যে কতখানি নিঃসঙ্গ, অল্পক্ষণের জন্যে হলেও নিজের একাকীত্ব কাটানোর জন্যে কি ভীষণ লালায়িত সে কথা সুমনা যেন বুঝতে পারে।

হেনরিয়েটাকে দেখে পুতুলের ঠাকুমার কথা মনে পড়ে তার। সুমনার ছেলেবেলার বন্ধু পুতুল, একেবারে গায়ে গায়ে বাড়ি তাদের। পুতুলের ঠাকুমাকে নিয়ে সংসারে নিত্যি অশান্তি। পুতুলের কাছে শুনেছে সুমনা, নিজের চোখেও দেখেছে বহুদিন। বুড়ো মানুষ বাড়ির এক কোনে নিজের ঘরে বসে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে শান্তিতে দিন কাটাক এটাই বাড়ির সবাই চাইতো - এক ঠাকুমা ছাড়া। ঠাকুমা যেন অন্যের ঠ্যাং-এ ঠ্যাং বাধিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করতো।

পুতুল বলতো, "জানিস সুমনা, বারান্দায় বসে হোম-ওয়ার্ক করছি স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে। সবে বসেছি বইখাতা খুলে।

"ঠাকুমা ঘর থেকে গলা বার করে বললো, 'হ্যাঁরে পুতুল, ঠাকুরের থালা থেকে প্যাঁড়া নিয়ে

খেলি ওই স্কুলের আছাড়া কাপড়ে? আমি এখন কোথায় যাই বল দিকি? এই অবেলায় নতুন করে প্রসাদ সাজাতে বসি?'

"জানিস সে দিন যে প্যাঁড়া আসেইনি মোটে, ঠাকুমা ভুলে গেছে। মধ্যে থেকে খানিক কাঁদাকাটি চেচামেচি হল।"

পুতুলের ভাই পরেশ সারাদিন বাইরে কাটিয়ে বাড়ি ফেরামাত্র ঠাকুমার নালিশ পরেশ নাকি ছাদে শুকোতে দেওয়া ঠাকুমার থান-কাপড় ছুঁয়ে দিয়েছে। তাই নিয়ে আবার এক প্রস্থ কথা কাটাকাটি। পরেশ যত অস্বীকার করে ঠাকুমা তত সোচ্চার। সুমনার এখন মনে হয় মানুষটা সব সময় মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে তড়পাতো। দু'টো ভাল কথা না হোক, বকাবকিই সই। তবুতো কথা বলতে পারলো ওদের সঙ্গে।

অন্যদিন হলে লাইব্রেরীর দোহাই দিয়ে, প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে এড়ানো যেতো। তবে সুমনা সাধারণত তা করে না। গ্লাসে সাবধানে দু'চামচ আন্দাজ এগ্‌নগ্‌ ঢেলে নেয়। জিঞ্জার কেকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক টুকরো ভেঙে নিয়ে মুখে দেয়। দু'চার মিনিট কথার আদান-প্রদান করে কেটে পড়ে। কিন্তু আজ রবিবার। থামতেই হল। হেনরিয়েটার আজকের নিমন্ত্রণ আরও দরাজ। আজ দুপুরে সুমনাকে লাঞ্চ খেতে নেমন্তন্ন করছে। মনে মনে প্রমাদ গনলো সুমনা। হেনরিয়েটা একেবারেই রাঁধতে জানে না। এর আগে বার তিনেক নেমন্তন্ন করে যা খাইয়েছে অতি যাচ্ছেতাই। মনে করলে কান্না পায়। হেনরিয়েটা বললো, ইনগ্রিড আজ লণ্ডন যাচ্ছে। ওয়ালকটের-ও কোথায় কি এক প্রোগ্রাম আছে। লাঞ্চে মাত্র তারা দুইজন।

সুমনা ধাঁ করে বলে বসলো, "আমি রান্না করি আজ?"

হেনরিয়েটা এক গাল হেসে বললো, "ওয়াণ্ডারফুল ! তুমি বলো কি কি লাগবে।"

সুমনা বললো, "আমি সব জোগাড় করে আনবো, ভেবো না।"

সুমনা নিজেও কিছু দক্ষ রাঁধুনি নয়। দেশে থাকতে দরকার পড়েনি। এখানে এসে খিচুড়ি ও আর দু'একটা সাদাসিধে পদ রাঁধতে শিখেছে, ঠেকে শেখা যাকে বলে। আজও খিচুড়ি জাতীয় কিছু একটা রান্না করলেই হবে। খাবে তো দু'জন, সে আর হেনরিয়েটা। সুমনা যতই আনাড়ি হোক, ওর রান্না একেবারে অখাদ্য হবে না।

(২)

বাইরের কাজ সেরে এগারোটা নাগাদ বাড়িমুখো হল সুমনা। বেলা একটায় লাঞ্চ। ঝাড়া দু'ঘণ্টা সময় আছে। খুব সাদাসিধে মেনু। মটরসুটির পোলাও - ভাত ভাজাই আসলে-, মাছ ভাজা, আর দইবড়া। মটরসুটির ছোট একটা প্যাকেট, এক প্যাকেট ফিশ্‌ ফিঙ্গার, ছোট এক প্যাকেট আলুর ছোট ছোট বড়া আর এক কার্টন দই। সবকটাই ফ্রোজেন প্যাকেট। এক পাউণ্ড চাল কিনেছে, অল্প যেটুকু পোলাউয়ের জন্যে লাগবে আর বাকিটা সুমনা পরে ব্যবহার করবে। চালের দামটা হেনরিয়েটার কাছ থেকে নেবে না। হেনরিয়েটা আগাম টাকা দিয়ে দিয়েছে লাঞ্চের সরঞ্জাম কিনতে।

মটর-পোলাউটা রাঁধতে যেটুকু সময় নেবে। ফিশ-ফিঙ্গার ফ্রাইং প্যানে চাপিয়ে নামিয়ে নেওয়া দু'মিনিট পরে, আর আলুর বড়া দইয়ে ছাড়লেই ইন্যস্টাণ্ট দইবড়া রেডী।

সদর দরজার একটা করে চাবি সব ভাড়াটেকেই দেওয়া আছে।

দরজা খুলে বাড়িতে পা দিতেই হেনরিয়েটা এক মুখ হাসি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে এলো, "দ্যাখো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করে কারা বসে রয়েছে।"

সুমনা অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি চালিয়ে দিলো। তিন মুর্তি সোফা থেকে উঠে আকর্ণ হাসি মুখে সুমনার দিকে এগিয়ে এলো। তিনখানা হাত তার দিকে মেলে দিয়েছে সাদর সম্ভাষণে।

সুমনা সংক্ষেপে নমস্কার সেরে বললো, "আপনাদের তো চিনলাম না?"

লম্বা ছিপছিপে দাড়ি-গোঁফ বিহীন লোকটা বললো, "আই অ্যাম আহুজা।"

মোটাসোটা গোলগাল চেহারার ছেলেটি বললো "আমি শ্যাম, শ্যামশঙ্কর।"

ওদের মধ্যে সব থেকে ফর্শা, দাড়িওলা লোকটা ঠোঁটের কোনে হাসির ঝিলিক তুলে বললো, "আমি আনন্দমোহন, ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরিতে দেখা হয়েছিল, ভুলে গেলেন?"

এক ঝলকে মনে পড়ে গেল সুমনার। ট্রিনিটি টার্মের পর লম্বা ছুটি। সে সময়ে লণ্ডনে কিছুদিন ছিল সুমনা। ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরীতে কিছু প্রয়োজনীয় বইপত্রের হদিস পেয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে বহু ভারতীয়ের আনাগোনা। সুমনা এমনিতেও লোকজনের সঙ্গে চট করে মিশতে পারে না, চায়ও না। তার নিজের মাপা জীবনযাত্রায় বাইরের লোক এসে কোনরকম বিশৃঙ্খলা ঘটাক, এ তার দারুণ অপছন্দ। বন্ধুত্ব করতে অতি উদগ্রীব যে সব লোক, তাদের থেকে দূরে থাকতো সে। এরা তাদেরই তিন জন।

"কিন্তু আপনারা এখানে?"

"অক্সফোর্ডে বেড়াতে এসেছি। রবিবারটা কাটিয়ে যাবো।"

"কিন্তু এখানে কি করে এলেন? আই মীন, আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?"

"আপনার কলেজে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জোগাড় করেছি।"

হেনরিয়েটা এতক্ষণ গদগদ কৃতার্থ মুখে পৃষ্ঠভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল।

এবার এগিয়ে এসে বললো, "আমি বলেছি খুব ভাল দিনে এসে পড়েছ তোমরা। আজ সুমনা ইণ্ডিয়ান খানা বানাবে। আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যেও।"

সুমনা হতভম্ব হয়ে যায় হেনরিয়েটার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার দৌড় দেখে। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী না কি যেন নাম দেওয়া হত মেয়েমানুষদের, ঠিক এই কারণেই নির্ঘাৎ।

কিন্তু এখন আর চারা নেই। হেনরিয়েটাই আজকের ভোজের হোস্টেস। নিমন্ত্রিতদের আর এড়ানোর উপায় নেই। এখন কোনরকমে চটপট ইণ্ডিয়ান খানা খাইয়ে ওদের বিদায় করতে হবে। "ইণ্ডিয়ান খানা", সুমনার কানে হেনরিয়েটার উদ্‌ভাসিত কণ্ঠে উচ্চারিত কথাটা যেন বিদ্রুপের মত শোনালো। আহা, আজই ওদের আসতে হল? মরতে কেন যে সুমনা তখন রান্না করার আগ্রহ দেখিয়েছিল ! ছেলেগুলো যদি ভারতীয় না হয়ে অন্যদেশী হত তবে অত ঘাবড়াতো না সুমনা। ওর রান্না ভারতীয় রান্নার মান অনুসারে ভাল না খারাপ, বিদেশীদের তা জানার বা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু এরা? অনাহুত অপরিচিত এমন কি অপ্রিয় এই লোকগুলো তার অপটু হাতের রান্নার গুণবিচারের সুযোগ পাবে ভেবে ভারী অস্বস্তি হতে লাগলো তার।

দেড়টা নাগাদ খেতে বসলো সবাই। হেনরিয়েটা টেবিলে ছুরি-কাঁটা-প্লেট-ন্যাপকিন সাজিয়ে রেখেছিল। সুমনা কিচেন থেকে খাবারের পাত্রগুলো এনে টেবিলে সাজিয়ে দিলো। সুমনা নিজের ভাঁড়ার থেকে মুসুর ডাল এনে বড় এক ডেকচি খিচুড়ি রেঁধেছে। দু'টিন পিলচার্ড মাছ ছিল ঘরে। পেঁয়াজ কুচি আর কারি পাউডার দিয়ে নেড়ে চেড়ে সেটাও পরিবেশন করেছে। এছাড়া পাশে ছোট দু'টো পাত্রে ফিশ-ফিঙ্গার ও দইবড়া রয়েছে। পর্যাপ্ত না হলেও আরও দু'টো পদ।

সুমনার তরফ থেকে উত্তাপের অভাব গ্রাহ্য না করে ছেলেগুলো উৎসাহের সঙ্গে আড্ডা দিতে

দিতে খেতে লাগলো। হেনরিয়েটা উদ্‌ভাসিত মুখে অফুরন্ত কথা বলে চলেছে ওদের সঙ্গে। ও ধরেই নিয়েছে ওরা সবাই ওর ভাড়াটের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর সেজন্যে হেনরিয়েটাকে দোষ দেওয়া যায় না। সুমনা যদি গোড়াতেই শক্ত হত, ওদের সঙ্গে কোনরকম পরিচয়ের সূত্র অস্বীকার করে ওদের অক্সফোর্ড পরিক্রমার সহজ সরল কিছু নির্দেশ দিয়ে বিদায় করতে পারতো তবে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না। ছেলেগুলোর এ বাড়িতে পদার্পণের মুহূর্তে বাড়িতে উপস্থিত থাকলে সুমনা তাই করতো, বিন্দুমাত্র দ্বিধা দ্বিরুক্তি না করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সুমনা সে সময়ে বাড়ি ছিল না। যখন সে বাড়ি ফিরলো, ততক্ষণে শ্রীমানরা পরম অভ্যাগতরূপে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। তাদের উৎখাত করার জন্য যে পরিমাণ কঠোরতা এবং অভদ্রতা প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল তা সুমনার মত মেয়ের সাধ্যের বাইরে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুমনার রান্না যেমনই হয়ে থাকুক, ছেলেগুলো বেশ তৃপ্তি করেই খেলো মনে হয়। ঢাউস ক্যাসেরোলের তলায় অল্প একটু খিচুড়ি লেগে আছে, দু'টিন পিলচার্ড দিয়ে বানানো ফিশকারির বাসন একেবারে চাঁছা মোছা পরিষ্কার। বাকি দু'টো পদ - ফিশফিঙ্গার আর দইবড়া - অল্পই ছিল। সুমনা নেয়নি। ওরা চারজনে ভাগাভাগি করে খেলো।

কিন্তু এরপর? ছেলেগুলোর সঙ্গে সুমনার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখন আর খারিজ করা যাবে না, হেনরিয়েটার সামনে প্রহসন চালিয়ে যেতেই হবে। অন্যথা যে অপ্রিয় পরিস্থতির সৃষ্টি হবে, সুমনা তার সম্মুখীন হতে চায় না কোনমতেই। ওরা রবিবারের দিনটা অক্সফোর্ডে বেড়াতে এসেছে। রবিবারের বিকেল হতে দেরী নেই। ব্যস তারপরেই ছুটি।

সুমনা ত্রিমূর্তির উপস্থিতির বাকি সময়টুকু কি ভাবে সামলাবে মনে মনে তারই ফন্দি ফিকির হাতড়াচ্ছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। এ বাড়ির টেলিফোন ল্যাণ্ডলেডীর এক্তিয়ারে, ভাড়াটেরা আগ বাড়িয়ে টেলিফোন তোলে না। তাদের জন্যে "কল" এলে হেনরিয়েটাই জানিয়ে দেবে কার জন্যে ফোন এসেছে, কে ফোন করেছে। এখনকার ফোনটা লিণ্ডা হাওয়ার্ডের, সুমনার বন্ধু। ব্যানবেরী রোডে থাকে, মিনিট পাঁচেকের পথ। কি ব্যাপার? না, লিণ্ডা তার রুমে একটা পার্টি দিচ্ছে, আধঘণ্টার মধ্যে সুমনার সেখানে উপস্থিত হওয়া চাই। সারপ্রাইজ পার্টি, আগে থেকে জানানো যায়নি তাই।

"আমাকে আজ বাদ দাও ভাই। লণ্ডন থেকে ক'জন পরিচিত ছেলে এসেছে। সন্ধ্যা অবধি থাকবে বোধহয়।"

"বাঃ, এতো খুব ভাল কথা। ওদের নিয়ে চলে এসো চট্‌পট্‌।"

শেষ অবধি তাই করতে হল সুমনাকে। অনাহুত লোকগুলোকে নেমন্তন্ন করে নিজের সঙ্গে লিণ্ডার পার্টিতে নিয়ে চললো।

ত্রিমূর্তি একটা গাড়িতে এসেছিল। সুমনাদের বাড়ির অদূরে পার্ক করা রয়েছে।

সুমনা বললো, "খুব কাছেই যাচ্ছি আমরা। হেঁটেই যাওয়া যাক।"

আসলে ওদের সঙ্গে গাড়িতে বসে যেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না তার। তার মনে হচ্ছিল সেটা যেন এই অযাচিত বিরক্তিকর সাময়িক সম্পর্ককে আরও জোরালো করে তুলবে। অনাহুত থেকে নিমন্ত্রিতের পদে উঠে গেল সেটাই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি, এর বেশী আর এগোতে দেওয়া নয়।

ব্যানবেরী রোডে ঢুকে চারখানা বাড়ি পেরিয়ে পাঁচ নম্বর বাড়িটায় একটা মাঝারী সাইজের ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে লিণ্ডা। ওর ঘরে জন আষ্টেক মেয়ে। সুমনার বন্ধুরা সব।

সুমনাকে দেখে হৈ চৈ করে উঠলো তারা, "হ্যাপি বার্থ ডে ! হ্যাপি বার্থ ডে !"

দফায় দফায় হাতে ঝাঁকানি দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সবাই। সুমনা হতভম্ব হয়ে গেল। ওর যে আজ জন্মদিন তা ওর নিজেরই মনে নেই, আর ওর বিদেশী বন্ধুরা ওকে চমকে দিতে এত সব আয়োজন করেছে। কফি, কেক, আরও কিছু হালকা খাবার। উপহারে মোটা একখানা বই - দ্য বুক অফ ইংল্যাণ্ড। লিণ্ডার বন্ধু রুথ লণ্ডনে থাকে, লিণ্ডার সঙ্গে উইক-এণ্ড কাটাতে এসেছিল। আজ সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাবে।

ত্রিমূর্তি এখানেও সবার সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলেছে।

আহুজা রুথকে শুধোলো, "তুমিও আজ লণ্ডন যাচ্ছো বুঝি? আমরাও একটু পরেই ফিরে যাবো। গাড়িতে এসেছি, ফোর-সীটার। একটা সীট খালি আছে, ইচ্ছে করলে আসতে পারো। তোমার গন্তব্যস্থানে পৌছে দেবো।"

সুমনা ঘরের অন্যপাশে একটু তফাতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। ও যখন শুনলো রুথ ওই ছেলেগুলোর গাড়িতে লণ্ডন ফিরে যাবার প্রোগ্রাম করছে, বুকটা ধড়াস করে উঠলো তার। কি যে করা উচিৎ ভেবে থই পেলো না। শুকনো মুখে সবাইকে আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে ত্রিমূর্তির সঙ্গে ফিরে এলো। সারাটা রাস্তা কেউ কোনও কথা বললো না। পার্ক করা বুইক গাড়িটার কাছে এসে তিনজনে সংক্ষেপে সুমনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চটপট গাড়িতে উঠে পড়লো। গাড়িটা হুশ করে সুমনার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুমনা তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে সদর দরজা খুলে হেনরিয়েটার ঘরে টোকা মারলো।

হেনরিয়েটা বাইরে বেরিয়ে আসতে বললো, "একটা ফোন করতে পারি?"

তারপর তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনে লিণ্ডার ল্যাণ্ডলেডীর নম্বর ডায়াল করলো। শুনলো লিণ্ডা বাড়ি নেই। কি করবে ভেবে পেল না সুমনা। মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফোন করলো। লিণ্ডা তখনো ফেরে নি।

"ফিরে এলে বলবেন যেন সুমনাকে ফোন করে।"

এ অনুরোধটা আগেও করতে পারতো, কেন যে মনে হয়নি ! খামোকা দু'দুবার ফোন করলো। লিণ্ডার ল্যাণ্ডলেডী কি মনে করলো কে জানে !

মিনিট দশেকের মধ্যেই লিণ্ডার ফোন এলো। রুথকে গাড়িতে তুলে দিতে গেছিল। সুমনার বন্ধুদের সঙ্গে এই মাত্র লণ্ডন রওনা হয়ে গেল রুথ। রুথকে ওরা বড় রাস্তার মাথায় অপেক্ষা করতে বলেছিল, সেখান থেকে তুলে নিয়েছে।

লিণ্ডা হালকা গলায় গল্প করতে লাগলো। সুমনার তালু শুকিয়ে গেছে, কি ভাবে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

তারপর সোজাসুজি বললো, "আসলে ওই তিনজনকে আমি তেমন চিনি না। লাইব্রেরিতে দু'একবার দেখেছি কেবল, ওদের কথা মনেও ছিল না। কলেজ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে বাড়িতে চড়াও হল, হেনরিয়েটা ফট করে নেমন্তন্ন করে বসলো।"

আজকের দুপুরের ভোজের কথা বললো, বললো ওদের এড়াতে পারেনি বলেই পার্টিতে আনতে বাধ্য হয়েছিল সুমনা।

"আসলে ওদের একেবারেই চিনি না আমি। ওরা খারাপ লোক না ভাল লোক সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই। রুথ যে এর মধ্যে হুট করে ওদের সঙ্গে লণ্ডন যাওয়ার প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেলবে কল্পনাও করতে পারিনি।"

"অত চিন্তা কোরো না সুমনা। আমি আর কয়েক ঘণ্টা পরে লণ্ডনে রুথের ডিগ্‌সে ফোন করবো।

ও পৌঁছে গেছে খবর পেলেই তোমায় জানাবো। তুমি হেনরিয়েটাকে বলে রেখো।"

"হ্যাঁ বলে রাখবো আর টেলিফোনের ঘরে বসে থাকবো। না, না, তাতে কিছু না। একটা বই নিয়ে যাবো, পড়াশোনা করবো ওখানে বসে। ঠিক আছে। বাই।"

সুমনা মনে মনে বলে, "হে ঠাকুর, রুথ যেন নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে যায়। ওর যেন কোনও বিপদ না হয়।"

টেলিফোনের পাশে ঠায় বসে রয়েছে সুমনা। বই একটা সঙ্গে নিয়ে গেছে কিন্তু খোলেনি। বইয়ে মন দেওয়ার মত মনের অবস্থা নয় তার। একেবারেই না।

ঠিক রাত দেড়টায় টেলিফোন বেজে উঠলো। লিণ্ডার গলা।

"রুথ এইমাত্র বাড়ি পৌঁচেছে। রাস্তায় গাড়ি বিগড়ে গেছিল অক্সফোর্ড ছাড়ার খানিক পরেই। ঘণ্টা দুয়েক রাস্তায় কাটানোর পর রুথ অন্য একটা গাড়িতে একটি ফ্যামিলির সঙ্গে লিফ্ট্ পেয়ে গেল। ছেলেগুলো তখনো বনেট খুলে গাড়ির কলকব্জা নাড়াচাড়া করছিল, গাড়ি ঠেলে স্টার্ট করার চেষ্টা করছিল। ও তল্লাটে মেকানিক পাওয়া মুশকিল ----- রাতভোর ওখানেই বোধহয় কাটাতে হবে ওদের ----।"